কারাগারের ফটকে স্ত্রীর ও শিশুসন্তানের মরদেহ দেখলেন ছাত্রলীগ নেতা



সংগৃহীত ছবি

বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিটির সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দাম যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে শেষবারের মতো তার স্ত্রী ও ৯ মাসের শিশুসন্তানের মরদেহ দেখার সুযোগ পান।

শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স কারাফটকে পৌঁছালে দূর থেকে কয়েক মিনিট সময় দেওয়া হয় তাকে।

কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে পরিবারের ছয় সদস্যকে কারাগার প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেওয়া হয়। তাদের উপস্থিতিতেই সাদ্দামকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য স্ত্রী-সন্তানের মুখ দেখার সুযোগ দেওয়া হয়।

এর আগে শুক্রবার দুপুরে বাগেরহাট সদর উপজেলার কাড়াপাড়া ইউনিয়নের সাবেকডাঙ্গা গ্রামে কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালী নামে এক নারীকে ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং তার শিশু সন্তান নাজিমকে নিথর অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানসিক চাপে পড়ে শিশুকে হত্যার পর তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই ঘটনার পর স্বজনরা সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেন। তবে সে আবেদন মঞ্জুর হয়নি। বর্তমানে তিনি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে যশোর কারাগারে বন্দি আছেন।

সাদ্দামের স্বজনরা জানান, মানবিক কারণে অন্তত জানাজায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। তবে কারা প্রশাসন নিয়মের মধ্যে থেকেই স্বল্প সময়ের জন্য মরদেহ দেখার ব্যবস্থা করেছে বলে জানিয়েছে।

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার আবিদ আহমেদ বলেন, কারাবন্দির স্বজনের মরদেহ কারাফটকে আনা হলে মানবিক বিবেচনায় দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়। নিয়ম মেনে এই ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা করা।